ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1299-1305
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ নাটকে পরিবেশ সচেতনতা ও আজকের সমাজ

মুস্তাফিজুর রহমান, *এম এ, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 18.05.2025; Accepted: 28.05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Environmental awareness is an important aspect in Kalidasa's play Abhijnan Shakuntalam. The play the natural and beautiful environment where the deep relationship and love between humans and nature is portrayed, which is set in the ashram of Maharshi Kanva, which is in a peaceful and serene environment. The peaceful environment of this ashram is inextricably linked to the play. Dushmanta's love and divorce with Shakuntala and their eventual reunion are beautiful images. On the other hand, Shakuntala's nature-loving character where she establishes a humane relationship with birds, animals and plants. King Dushmanta protects the forest, which shows his awareness of environmental protection. Shakuntala's love for nature is an important aspect of the play. She is familiar with the various forms of nature and enjoys its beauty. From these aspects, Abhijnan Shakuntalam portrays a deep picture of environmental awareness, which is relevant even today.

Keywords: Humans, Beautiful picture, Deep relationship, Nature-loving, Birds, Animals, Plants, Forest, Inextricably, Environmental

“আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে
দৈব হতেম দশম রত্ন
নবরত্নের মালে,
একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে
রাজার কাছে নিতেম চেয়ে
উজ্জয়নীর বিজন প্রান্তে
কানুন ঘেরা বাড়ি।”[১]

কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’ নাটকে পরিবেশের প্রতি গভীর সংবেদনশীলতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নাটকটিতে পরিবেশের প্রতি ভালোবাসার চিত্র তুলে ধরেছে। শকুন্তলার চরিত্রটি প্রকৃতির সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে, যা সৌন্দর্য এবং নারীত্বের প্রতীক হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। নাটকের প্রথম চারটি অংকে পরিবেশের সাথে মানব জীবনের সম্পর্ক স্থাপন করে শকুন্তলা প্রকৃতির প্রতি যে প্রেম তা এই চরিত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যেমন পাখি, পশু, গাছপালা, নদী এদের সাথে শকুন্তলা যে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল এবং তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল এবং পরিবেশের প্রতি ভালোবাসার পরিচয় দেন। রাজা দুষ্মন্ত পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল

১ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষণিকা, সেকাল

এবং বনভূমি রক্ষার প্রতি সচেষ্ট, যা পরিবেশ রক্ষার প্রতি তার সচেতনতার প্রমাণ মেলে। কালিদাসের কাছে প্রকৃতি একটি পৃথক সত্তা পৃথক ব্যক্তিত্ব। যা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ছোট বড় সকল ঘটনার সাথে একান্ত ভাবে সম্পৃক্ত মানুষের সাথে পরিবেশের প্রতি এক এক নিবিড় ও মধুর সম্পর্ক। মহাকবি কালিদাস ব্যতীত অন্য কোন কবি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে কিনা তা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

কালিদাস ও অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটক:

কালিদাস ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর কবি। কালিদাস কে আমরা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সুবর্ণযুগকে বুঝি যে যুগে কবি ছিলেন এক সংস্কৃতির মূর্তপ্রতীক। কবির উজ্জয়নীর প্রতি অনুরাগ দেখে অনেকে মনে করেন তিনি সেখানেই জন্মেছিল। কারণ এই পরম্পরা অনুসারে কালিদাস উজ্জয়নীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়কালীন তিনি নবরত্ন সভার অন্যতম শ্রেষ্ঠরত্ন ছিলেন এবং কালিদাস তার রচনার দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য, রাজধানী উজ্জয়নী ও রাজসভার উল্লেখ রয়েছে। তিনি দুটি মহাকাব্য লিখেছেন সেগুলি হল কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ, মেঘদুত নামে খন্ডকাব্য, অভিজ্ঞান শকুন্তলা, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোবর্ষীয় নামে তিনটি নাটক রচনা করেছিলেন। তিনি এছাড়াও পুষ্করমালা, নলোদয়, কুন্ডপ্রবন্ধ সরস্বতীস্রোত প্রভৃতি লিখেছেন। কালিদাস এই সব রচনাগুলি ছাড়াও তিনি আরো অলংকার শাস্ত্রে বিভিন্ন গ্রন্থে বিবিধ কোষকাব্যে কালিদাসের নামে বহুশ্লোক পাওয়া যায়। কালিদাসের রচনাগুলি সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে বিবেচিত হয়। তার কাব্য ও নাটকে গভীর সৌন্দর্য, আবেগ এবং মানব জীবনের নানা দিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মেঘদুত কাব্যে মেঘের মাধ্যমে বিরোধী মানুষের কষ্টের কথা সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। কুমারসম্ভবে শিব ও পার্বতীর মিলন এবং রঘুবংশে রঘুকুল বংশের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তার নাটকগুলোতে মানব জীবনের বিভিন্ন ঘটনা যেমন প্রেম যুদ্ধ এবং ক্ষমতা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকটিতে শকুন্তলা ও দুশমনদের প্রেম এবং তাদের বিয়োগান্ত পরিনিতি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই নাটকের নামকরণ হয়েছে শকুন্তলার নামের সাথে সম্পর্কিত কারণ এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে। মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকে অগ্নি মিত্র ও মালবিকার প্রেম এবং তাদের মিলন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বিক্রমোর্বশীয়ম নাটকে রাজা বিক্রমোর্বশ ও উর্বশীর প্রেম এবং তাদের মিলন বর্ণিত হয়েছে। কালিদাসের রচনাগুলি শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বে সমাদৃত। তার লেখাগুলি বিভিন্ন ভাষায় লেখা হয়েছে। এবং বিভিন্ন সাহিত্যিকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। কালিদাসের প্রভাব বাংলা সাহিত্যেও বিশেষভাবে বাংলা ভাষার অনেক কবি ও সাহিত্যিক তার রচনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

কালিদাসের এই তিনটি নাটকের মধ্যে অন্যতম হলো ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’, নাটকটি কবি কালিদাসের প্রতিভা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এটি বলার কারণ তার অন্যান্য কাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সবকিছু এই কাব্যে পরিগণিত হয়েছে। অর্থাৎ ভাষা, ভাব, গুণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ছন্দ, রস ও অলংকার এরমধ্যে সবকিছু সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকটিতে রয়েছে।

মহাভারতের আদি পর্বের একটি সামান্য কাহিনী হল কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকটি। এই নাটকটি রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেম, বিবাহ, বিচ্ছেদ এবং শেষ পর্যন্ত তাদের পুনর্মিলনের একটি সুন্দর আবেগপূর্ণ গল্প। এই নাটকের নায়িকা শকুন্তলা হলেন ঋষি বিশ্বামিত্র ও অপ্সরা মেনোকার কন্যা। শকুন্তলা কে কৃষি কন্ব পালন করে, তাই তিনি কণ্বের পালক কন্যা। এই নাটকে শকুন্তলার সাথে হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্মন্তের পরিচয় হয় এবং তাদের মধ্যে প্রেম হয় যা পরে শকুন্তলা এবং দুষ্মন্ত গন্ধর্ব বিবাহ রীতি অনুসারে বিবাহ করেন। তারপর নিজের নাম অঙ্কিত একটি আংটি উপর দিয়ে দুষ্মন্ত রাজধানীতে ফিরে যান। এরপর শকুন্তলা একদিন অতি চিন্তায় মগ্ন ছিলেন তখন আশ্রমে উপস্থিত হলো মহর্ষি দুর্বাসা তখন শকুন্তলা স্বামীর চিন্তায় অন্য মনস্ক হয়ে দুর্বাসাকে লক্ষ্য করেনি। যথচিৎ সৎকার না করায় ঋষি দূর্বাসা অভিশাপ দিলেন যে শকুন্তলা যাকে এক মনে চিন্তা করছে তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেও তাকে চিন্তা করতে পারবে না অবশেষে প্রিয়ংবাদের চেষ্টায় সাপের অভিশাপটা কিছুটা কমে ঋষি বলেন কোন শকুন্তলা অলংকার দেখাতে পারলে রাজা শকুন্তলাকে চিনতে পারবেন। অভিশাপের ঘটনাটি শকুন্তলা জানতে পারল না। এদিকে মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ফিরে এলেন এবং গর্ভবতী শকুন্তলাকে অতি গৃহে পাঠানোর প্রয়োজন মনে করলেন। শকুন্তলা দুজন ঋষি মাতা গৌতমের সাথে রাজধানীর পথে রওনা দিলেন সচিতীর্থে অঞ্জলি দেওয়ার সময় রাজার দেওয়া আংটিটি হারিয়ে ফেললেন এবং সে আংটি টি একটি রুই মাছ গিলে ফেলল। এরপর শকুন্তলা রাজসভায় উপস্থিত হন কিন্তু দূর্বাসার অভিশাপের কারণে রাজার কোন কথা মনে পড়ে না পরে রাজা শকুন্তলাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এবং সেই

সময় শকুন্তলা রাজাকে আংটি টি দেখাতে পারলেন না। হলে শকুন্তলা কে অপমান করে রাজসভা থেকে বের করে দেওয়া হয়। তারপর এক জেলে রাজা দুষ্মন্তের বিয়ের আংটিটি মাছের পেটে রাজার নামাঙ্কিত আংটিটি পাওয়া যায়। চোর সন্দেহে তাকে রাজার কাছে আনা হয় তারপর রাজা কে আংটিটি দেখার পর দুষ্মন্তের শকুন্তলার সাথে তার নিজের বিবাহের সময় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ মনে পড়ে যায়। তারপর ইন্দ্রের ডাকে দুষ্মন্ত স্বর্গে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং জয়লাভ করেন। তারপর ফেরার পথে কাশ্যপের আশ্রম পরিদর্শন করার সুযোগ পায়। সেখানে সে তার নিজের পুত্রের পাশাপাশি ও শকুন্তলা কেউ দেখতে পায়। একত্রিত হওয়ার পর রাজা শকুন্তলা এবং ভরত সকলেই রাজকীয় শহরে ফিরে আসে।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের পরিবেশ ভাবনা:

মহাকবি কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যে তার অবদান রয়েছে অবিস্মরণীয়। কালিদাস কে আমরা একটি সুবর্ণ যুগকে প্রতিপন্ন করতে পারি। কালিদাসের রচনা গুলির মধ্যে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'নাটকটি দর্শকের এবং পাঠকদের এক বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। আরও যে তার রচনাশৈলী গুলি আছে সেগুলি পাঠকদের মুগ্ধ করে। তার এই অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে যে পরিবেশ ও প্রকৃতি যে ভাবনা কাব্য নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে তা দেখা যায়। শুধুমাত্র কাব্যিক সৌন্দর্য নয়, তার যে নাটকসমূহে পরিবেশের ভাবনা দর্শক ও পাঠকদের প্রতি মুগ্ধ করে।যেমন নাটকের বিভিন্ন স্থানে প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, বন ও আশ্রমের প্রতি আবেগ এবং পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। নাটকটিতে পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে জীবনযাপন এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ধারণা গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অভিজ্ঞান শকুন্তলমে প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। নাটকের চরিত্রগুলি বিশেষ করে রাজা দুষ্মন্ত আশ্রমের বাসিন্দারা প্রকৃতিকে সম্মান করে তারা প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সচেতন। নাটকে বন ও আশ্রমের প্রতি আবেগও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বনো আশ্রমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নিরবতা নাটকের চরিত্রের মধ্যে শান্তি ও আনন্দ তৈরি করে। শকুন্তলার আশ্রমের পরিবেশে বেড়ে ওঠা তার প্রকৃতি প্রেমের একটি প্রমাণ। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক দেখা যায়। এই সম্পর্কটি কেবল মানুষের জীবনে প্রকৃতির গুরুত্বই প্রকাশ করে না, বরং প্রকৃতিকে সম্মান করার প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরে।

পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রাচীন ভারতবর্ষে পরিবেশ সংরক্ষণের যে চিন্তন তা সংস্কৃত সাহিত্যেও ছিল তা কালিদাসের দৃশ্য কাব্য গুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। পরিবেশ রক্ষা করা মানব জীবনের জন্য খুবই প্রয়োজন। কালিদাস তার 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকটিতে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি বিশেষ স্থান অধিকার করে রেখেছেন। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের প্রথম অংকে প্রথমেই নান্দী শ্লোকে অষ্টমূর্তিধর শিবের উল্লেখ রয়েছে। সেগুলি হল ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য ও যজমান। এগুলি পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিবেশের প্রতি কবি কালিদাসের যে আবেগ তা এই নাটকে উদ্ভিদ জগতের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কন্বমুনির আশ্রমে গাছপালা দেখাশোনার ভার শকুন্তলা ও তার দুই প্রিয় সখি অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার। যেই মহর্ষি কন্ব স্বভাবসুন্দর এই অপরূপ সৌন্দর্যময়ীকে তপস শেয়ার যোগ্য করার বাসনা পোষণ করেন তিনি নিশ্চিত রূপে নীল পদ্মের পাপড়ির ধার দিয়ে শমীবৃক্ষের শাখা ছেদন করতে চাইছেন-

> "দং কিলাব্যাজমনোহরং বপুস্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
> ধ্রবং স নিলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি"[২]

প্রথম অংকের শকুন্তলাকে দেখে রাজা দুষ্যন্ত মনে করেছে যেন সেই প্রকৃতি কন্যা। সে যেন পদ্মফুল শৈবাল দ্বারা ঘেরা থাকলেও রমনীয় মনে হয়, চন্দ্রের কলঙ্ক মলিন হলেও তা চন্দ্রের সৌন্দর্য বাড়ায়। এই তন্বী শকুন্তলা বল্কলবসন পড়ে থাকলেও বেশি সুন্দর মনে হয়-

> "সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
> মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।

[২] অভিজ্ঞান শকুন্তলম্

ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম।”[৩]

চতুর্থ অংকে শকুন্তলার পতিগৃহে যাওয়ার পথে সরোবর গুলি প্রস্ফুটিত পদ্মে এবং সবুজ মৃণালে সুন্দর হোক; ছায়া দেই এমন বৃক্ষগুলি সূর্যর তাপ দূর করুক; পথের ধূলি হক পদ্মের পরাগরেনুর মত কোমল; বাতাস হোক শান্ত আর সুখদায়ক; পথ হোক নিরুপদ্রব বা নিরাপদ এগুলি করেছেন মহর্ষি কন্ব-

“রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভিশ্ছায়া-
দ্রুমৈর্নিয়মিতার্কময়ূখতাপঃ।
ভূয়া কুশেশয়রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ”[৪]

এ অংকে, ঘুম থেকে উঠে শিষ্যের প্রবেশের সময় সে দেখে একদিকে চন্দ্র অস্ত্র যাচ্ছে, আরেকদিকে অরুনকে সারথি করে সূর্য উঠে আসছে। দুই তেজময় চন্দ্র ও সূর্য একই সঙ্গে বিলয় এবং অভ্যুদয় বা উদয় দেখে আমার মনে হচ্ছে যে সংসারের লোকেরা নিজের নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের শিক্ষা নিয়ে থাকে-

“যাত্যেকতোঅস্তশিখরং পতিরোষধীনা-
মাবিষ্কৃতোহরুণপুরঃসর একতোঅর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ
লোকো নিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু।”[৫]

এই অঙ্কে কোন গাছ মঙ্গলকাজে ব্যবহারের জন্য চাঁদের মত হয়ে বিশেষ ধরনের বস্ত্র দান করল। অন্য এক গাছ থেকে পা রাঙানোর আলতা নিঃসৃত হল। অন্যান্য গাছ থেকে বনদেবতারা নতুন পল্লব বের হবার মতো মণি বন্ধ পর্যন্ত হাত বের করে অলংকারগুলি দিলেন-

(কালিদাসের অনুভবের সঙ্গে বলতে পারি যে-4/5)
ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডু তরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতং
নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপভোগসুলভো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্বভাগোত্থিতৈ-
র্দত্তান্যাভরণানি তৎকিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ।।

পঞ্চম অঙ্কে বৈতালিক রাজার কাজকে দেখে তুলনা করেছে নিজের সুখ ভোগে নিঃস্পৃহ থেকে প্রতিদিনই প্রজা সাধারণের জন্য আপনি কষ্ট স্বীকার করেছেন। অথবা আপনাদের কাজের ধারায় এরকম। গাছ নিজের মাথায় সূর্যের প্রচণ্ড তাপ সহ্য করে কিন্তু তার ছায়ায় যারা আশ্রয় নেয় তাদের তাপ দূরবীভূত করে থাকে-

স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ
প্রতিদিনমথবা তে বৃত্তিরেবংবিধৈব।
অনুভবতি হি মূর্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম”[৬]

কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’ নাটকে পরিবেশের প্রতি যে ভাবনা দেখা যায়, যেখানে আশ্রমের পরিবেশ শান্ত স্নিগ্ধ যা পরিবেশের অনাবিল মাধুর্যে পরিপূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, বন ও আশ্রমের প্রতি আবেগ এবং পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক নাটকটিকে একটি বিশেষত্ব দিয়েছে। নাটকটি পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে জীবনযাপন এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ধারণার প্রতি জোর দেয় যা আধুনিক

---

[৩] অভিজ্ঞান শকুন্তলম্

[৪] অভিজ্ঞান শকুন্তলম্

[৫] অভিজ্ঞান শকুন্তলম্

[৬] অভিজ্ঞান শকুন্তলম্

যুগেও প্রাসঙ্গিক।এইভাবেই মহাকবি কালিদাস প্রাকৃতিক পরিবেশের যে ভাবনা তা সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই কালিদাস মানবজিতের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সুদক্ষ প্রকৃত অর্থেই প্রকৃতির কবি।

কালিদাসের পরিবেশ সচেতনতা ও আজকের সমাজ:

কালিদা ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমী এবং পরিবেশ সচেতনতর কবি। তার রচনাগুলি পরিবেশের বিভিন্ন দিক যেমন গাছপালা, পশুপাখি, নদী, মেঘ, পর্বত ইত্যাদি সুন্দর ভাবে বর্ণনা হয়েছে। প্রকৃতির প্রতি গভীর অন্তর্দৃষ্টি মানুষের হৃদয়ের সাথে মিলেমিশে এক অসাধারণ রূপ তৈরি করেছে। পরিবেশের প্রতি মানুষের দায়িত্ব নাটকে দেখা যায়। আশ্রমে প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন করে। তারা প্রকৃতির প্রতি সম্মান দেখায় এবং পরিবেশ রক্ষা তাদের স্বার্থকে অধীন করে, রাজা দুষ্মন্ত ও প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং পরিবেশের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করে। পরিবেশের প্রতি সচেতনতা নাটকে পরিবেশের প্রতি সচেতনতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। পরিবেশে ভারসাম্য রক্ষার জন্য সচেতনতা প্রয়োজন এই ধারণা কালিদাস স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

কালিদাসের পরিবেশ সচেতনতা দেখা যায় ‘অভিজ্ঞান সুকান্তলম্’ নাটকে। এই নাটকে প্রথম অংকে পশুপাখি ও মানুষের মধ্যে গভীর বন্ধন আছে ।নাটকের শুরুতে বৈখানস মুনি রাজা দুষ্যন্তকে হরিণ হত্যা করতে নিষেধ করে বলেছেন-এই আশ্রমের হরিণকে হত্যা করবেন না। হরিণের এই কোমল দেহ আপনার এই বান তুলোয় আগুন লাগানোর মত। কোথায় এই মৃগশিশুর কোমল প্রাণ, আর কোথায় বা আপনার সুতীক্ষ্ণ বজ্রের মত দারুন বাণ-

ন খলু না খলু বানঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে তূলরাশাবিবাগ্নিঃ।
ক্ব বত হরিণকাণাং জীবিতং চাতিলোলং
ক্ব চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শাস্ত্রে।”[৭]

এই অঙ্কে এক হাতি রথ দেখে ভয় পেয়ে আমাদের তপস্যার মূর্তিমান বিঘ্নের মত এই আশ্রমে প্রবেশ করছে। প্রচন্ড আঘাতে সে হাতে গাছপালা সব ভাঙছে; জোড় আঘাত করায় কোন এক গাছের ডালে তার একটা দাঁত গেঁথে রয়েছে; পায়ে জড়িয়ে আছে টেনে আনা অনেক লতা-মনে হচ্ছে তাকে যেন দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে আর আশ্রমের হরিণগুলি তাকে দেখে চারিদিকে ছুটে পালাচ্ছে-

(কালিদাসের প্রথম অংকের অনুভূতি হল-1/30)
তীব্রাঘাতপ্রতিহততরুঃ স্কন্ধলগ্নৈকদন্তঃ
পাদাকৃষ্টব্রততিবলয়াসঙ্গসঞ্জাতপাশঃ।
মূর্তো বিঘ্নস্ত পস ইব নো ভিন্নসারঙ্গযূথো
ধর্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ।।

চতুর্থ অংকে পরিবেশের সঙ্গে এ নাটকে এক নিবিড় সম্পর্ক দেখা যায়। হে সন্নিহিত আশ্রমবৃক্ষগন তোমরা জলপান না করা পর্যন্ত যে আগে জলপান করত না, যে অলঙ্কার প্রিয় স্নেহবশতঃ তোমাদের পাতা ছিড়তো না, তোমাদের প্রথম ফুল ফোটার সময় হলে যে উৎসব বলে মনে হতো-সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাচ্ছে, তোমরা সবাই অনুমতি দাও-

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলংযুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়াং যাতি শকুন্তলা প্রতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম”[৮]

পঞ্চম অংকে ব্রতচারী তাপসীদের কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে এটা হতে পারে কি? নাকি কেউ তপোবনের জীবজন্তুর উপর অন্যায় আচরণ করেছে? আমার কোন অন্যায় আচরণে তপবনের লতায় ফুল-ফল হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে-এমন হতে পারে কি? এইরকম নানা চিন্তায় আমার মন পাগল হয়ে উঠেছে-

[৭] অভিজ্ঞান শকুন্তলম্

[৮] অভিজ্ঞান শকুন্তলম্

কিং তাবদ্ব্রতিনামুপোঢ়তপসাং বিঘ্নৈস্তপো দূষিতং
ধর্মারণ্যচরেষু কেনচিদুত প্রাণিষ্বসচ্চেষ্টিতম্।
আহোস্বিৎ প্রসবো মমাপচরিতৈর্বিষ্টম্ভিতো বীরুধা-
মিত্যারূঢ়বহুপ্রতর্কমপরিচ্ছেদাকুলং মে মনঃ"[৯]

কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকটি কেবলমাত্র একটি সাহিত্যিক সৃষ্টি নয়, এটি পরিবেশের সচেতনতার একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। কেবল শকুন্তলা নাটকই নয় কালিদাসের সমগ্র সৃষ্টি সিংহভাগ জুড়ে আছে পরিবেশের সচেতনতা। তার কাছে প্রকৃতিকে জীবন্ত সত্তা হিসাবে দেখানো হয়েছে, যা তার পরিবেশ সচেতনতার প্রমাণ। এবং কালিদাস স্যার এই নাটকে পরিবেশ রক্ষার বার্তা স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। তিনি প্রকৃতিপ্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং সেই বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আমাদের আজকের সমাজে পরিবেশের প্রতি মানুষের সচেতনতা বাড়ছে। কারণ মানুষ তাদের পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে যার ফলে জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যপ্রাণীর বিলুপ্তি এবং বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি হচ্ছে। আজকের সমাজে পরিবেশের ক্ষতির কারণ শিল্প, পরিবহন, ইসি এবং ব্যক্তিগত কার্যকলাপের কারণে বায়ু, জল ও মাটি দূষিত হচ্ছে। আবার এই কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বন্যা, খরা ও ঝড় হচ্ছে, যা বন্যপ্রাণীর বাসস্থান এবং জীব বৈচিত্র্য কে প্রভাবিত করছে। এই কারণে কালিদাসের নাটকের পরিবেশ সচেতনতা আজকের সমাজে পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে এবং আজকের সমাজেও অনেক মানুষ পরিবেশ নিয়ে সচেতন এবং পরিবেশ বান্ধব জীবনযাত্রা গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। আবার অন্যদিকে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন সংগঠন এবং মানুষ কাজ করছেন। যারা পরিবেশ রক্ষার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন।

উপসংহার:

কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে পরিবেশের প্রতি গভীর সচেতনতা এবং ভালোবাসার একটি সুন্দর চিত্র রয়েছে। এই নাটকে প্রাকৃতিক জগত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরো গল্পটি প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে ঘটে। যা আজকের সমাজে এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কালিদাস, যিনি প্রাকৃতিক জগতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নাটকের মূল চরিত্রে শকুন্তলা এবং রাজা দুষ্মন্তে প্রেম এবং তাদের জীবনের ঘটনাগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির মধ্যে ঘোরে। এই নাটকটি আমাদের মনে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার জন্ম দেয়। যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর পৃথিবী তৈরি করতে সাহায্য করে। পরিশেষে বলা যায় যে পরিবেশ জীবন ভাবনার বদলা আনতে পারে। তাই পরিবেশের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি জীবনকে সত্য এবং সুন্দর করবে আর সেই সত্য এবং সুন্দরের পথ ধরে জীবন কিভাবে এগিয়ে যেতে পারে তার রূপরেখা অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ (সম্পাদক), অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৩
২. দত্ত, ভবতোষ, রবীন্দ্রচিন্তাচর্চা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮
৩. দাস, করুণাসিন্ধু, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনা প্রসঙ্গে, সারস্বত কুঞ্জ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৬
৪. দাসগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ, সৌন্দর্যতত্ত্ব, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৭, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪০৪
৫. দাশগুপ্ত, শিবপ্রসাদ (সম্পাদক),ভারতীয় ষড় দর্শনশাস্ত্র, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রকাশকাল, ২০০১
৬. দিব্যবন্ধু, উপলব্ধিতে বেদ ও উপনিষদ্, সিদ্ধাশ্রম গবেষণা কেন্দ্র, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ, ১৮২০
৭. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, উপনিষদের পঠভূমিকায় রবীন্দ্রমানস, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯২
৮. দে, সুশীল কুমার, শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ (সম্পাদক), ভারতকোষ (প্রথম খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, কলিকাতা, প্রকাশকাল, অপ্রাপ্ত

[৯] অভিজ্ঞান শকুন্তলম্

৯. দেবী, মৈত্রেয়ী, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৭৯
১০. ধর, নিরঞ্জন, বিবেকানন্দ অন্য চোখে, উৎস মানুষ সংকলন, প্রথম প্রকাশ - ১৯৮৭, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১১
১১. নন্দী, সুধীরকুমার, নন্দনতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৯, চতুর্থ প্রকাশ, ২০১৩
১২. নিয়োগী, গৌতম, রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ধর্ম, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৪২০
১৩. পাল, প্রশান্ত, রবিজীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১
১৪. প্রামাণিক, সুবোধচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা, শতাব্দী গ্রন্থনভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৮
১৫. পোদ্দার, অরবিন্দ, ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক, পরিবেশক ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৫
১৬. বসু, প্রমথনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ (প্রথম ভাগ) উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৯২
১৭. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (চতুর্থ খণ্ড), মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, প্রকাশকাল, অপ্রাপ্ত
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, উপনিষদ্ ও রবীন্দ্রনাথ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ১৯৮০ চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১২
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত, হে ভারত ভুলিও না (স্বামীজির বাণী ও চিকাগো বক্তৃতা), বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১, তৃতীয় প্রকাশ, ২০১২
২০. বন্দোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, উপনিষদের দর্শন, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৩
২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, উপনিষদের বাণী, গীতা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮১
২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি, বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩